প্রথম আলো

তারিখ 04 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম

শতভাগ ব্যর্থতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

তালিকা তৈরি করে বন্ধ করে দেওয়া হোক

শতভাগ ব্যর্থতার জন্য এবার নাম করেছে কয়েকটি কলেজ ও মাদ্রাসা। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় একজনও পাস করতে পারেননি। শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট অর্জনের পরীক্ষা একভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সফলতা-ব্যর্থতারও পরীক্ষা হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর শতভাগ ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাই সন্দেহ ওঠা সমীচীন।

গত সোমবারের *প্রথম আলোর* সংবাদ: এবারের এইচএসসি ও সমমানের আলিম পরীক্ষায় সব বোর্ড মিলিয়ে ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের শতভাগ অকার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি কলেজ ও ৫টি মাদ্রাসা। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব কটিতে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১ থেকে ১০-এর মধ্যে। এগুলোর কোনো কোনোটিতে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি! তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর শিক্ষকেরা বেতনও পান না। তাহলে এগুলো কেন ও কার স্বার্থে চলছে? রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদনপ্রাপ্ত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু শিক্ষার সঙ্গেই প্রতারণা করছে না, তারা প্রতারণা করছে নিজেদের সঙ্গেও।

এ বাস্তবতার পেছনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায় রয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকিতে গাফিলতির ফল এই চিত্র। শতভাগ অকার্যকারিতার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, এবার শতভাগ পাসের কলেজের সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় বেশ কমেছে। কী কারণে এটা হলো, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কোথাও কোথাও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগে লাখো টাকার বাণিজ্যও হয়ে থাকে এই আশায় যে, একদিন এমপিওভুক্ত হলে শিক্ষকেরা বেতনের মুখ দেখতে পাবেন।

যে শিক্ষকেরা অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করতে পারেন না, তাঁরা মোটেই শিক্ষকতা নামের এই মহান পেশার উপযুক্ত নন। আমরা চাই, এসব শোচনীয় ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। প্রয়োজনে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং পরিচালনা পর্ষদে বদল এনে এসব প্রতিষ্ঠানকে সচল করা দরকার। শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ কাউকেই দেওয়া যাবে না।